mgy,× evZ©v

cjøKg©mnvqK dvD‡Ûkb(wc‡KGmGd) Gi mnvqZvq I †Kv÷ dvD‡Ûkb cwiPvwjZ KZ…©K `wi`ª Dc‡Rjvi DËi a‡iæs BDwbq‡b mgy,× (ENRICH) Kg©m~Pi aviK cÖKvkbvl

7g el©, 72 Zg msL¨v — gvP© 2022

my¯’mb¨bqv AvKZvi (2) ¯^v‡¯’¨ gv Av‡qkv †eMg Ges cwievi

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের সব থেকে অবহেলীত এলাকা আকবরবলী পাড়া গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন মা আয়েশা বেগম, তিনি পেশায় গৃহিনী এবং স্বামী ওয়াহিদুল ইসলাম তিনি সাগরে মাছ ধরার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাহার ১ ছেলে ২ মেয়ে সহ মাতা/পিতা সহ ভাই মিলে মোট ৮ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাহার ১ মাত্র ছেলে বর্তমানে ৩য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন, বাকী ২ মেয়ে এখনো স্কুলে যাওয়ার সময় হয় নাই। এছাড়াও তাহার একমাত্র ছোট ভাই ইমতিয়াজ ওয়াহিদ ইন্টার ২য় বর্ষে কুতুবদিয়া সরকারী কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় রয়েছে। তাহার পিতা/মাতা বৃদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। একমাত্র স্বামী ওয়াহিদুল ইসলাম তিনি আয়ের উৎস। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে সবার শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়, যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার ঔষুধের দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে, কোন সুফল না পেয়ে আকবরবলী পাড়া গ্রামে আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসমিন আকতার খানা পরিদর্শনে গেলে মা আয়েশা বেগম মেয়ে সুনিয়া আকতার কে দেখান এবং সকল বিষয় জানান, দেখা যায় সুনিয়া আকতার ১০ থেকে ১৫ দিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে।

Qwe msM‡n: †gv: w``vi“j Bmjvg- ZwiL: 13/02/2022 Bs

আয়েশা বেগম থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান মেয়ে অনেক দিন যাবৎ অসুস্থ এবং ভালো কোন ডাক্তার দেখানো হয় নাই তাহাকে স্থানীয় ঔষুধ এর দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এর শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন মা আয়েশো বেগম ও স্বামী ওয়াহিদুল ইসলাম। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শক- জেসমিন আক্তার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এম,বি.বি,এস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী কাউচার বেগম গত ১৩.০২.২০২২ ইং তারিখ তাহার মেয়েকে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে যায়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: জাহাঙ্গীর আলম সুনিয়া আকতারকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক সেবা প্রদান করেন। গত ২৩/০২/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ সুনিয়া আকতারের শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসমিন আকতার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

m¨v‡UjvBU wK¬wbK n‡Z †mev wb‡q my¯’nweeyi ingvb (82) ¯^v‡¯’¨ cwievi

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের মসজিদ পাড়া গ্রামের ৭নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন হাবিবুর রহমান। তিনি পেশায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার মতো অবস্থা নেই তিনি একজন ৮২ বছরের প্রবীণ। বর্তমানে পরিবারে বড় ছেলের সাথে আছেন। বড় ছেলে দিন মজুরী কাজ আবার মাঝে মাঝে সাগরে মাছ মারতে যায়। একমাত্র বড় ছেলেই পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস। প্রতি মাসের ন্যায় মসজিদ পাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছাবেকুন্নাহার খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় হাবিবুর রহমান অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে কোন প্রকার চিকিৎসা ছাড়া। হাবিবুর রহমানের এর বড় ছেলের স্ত্রী জায়নাব আকতার থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান তিনি ৫ দিন যাবৎ স্বাস কষ্ট, জ্বর, শরীরের বিভিন্ন রোগ নিয়ে অসুস্থ এবং তিনি স্থানীয় ঔষুধ এর দোকানে থেকে নিজে প্যারাসিট্যমল ঔষুধ নিয়ে সেবন করে, তাহার পরিবারের এমন অবস্থা যে বর্তমানে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার। তাছাড়া বড় ছেলে রয়েছে সাগরে মাছ মারার কাজে। এভাবে হাবিবুর রহমানের এর শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার

Qwe msMÖn: †gv: w``vi"j Bmjvg- ZvwiL: 13/02/2022 Bs

দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পরিবারের সদস্যরা। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৭নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শক- ছাবেকুন্নাহার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এম,বি.বি,এস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী হাবিবুর রহমানকে তার পরিবার ১৩.০২.২০২২ ইং তারিখ স্যাটেলাইট ক্লিনিকেনিয়ে যায়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: জাহাঙ্গীর আলম- হাবিবুর রহমানকে তার শ্বারীরিক অবস্থা দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক সেবা প্রদান করেন। গত ২৪/০২/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ হাবিবুর রহমান শারীরিক অবস্থার খবর নিয়ে জানতে চাইলে দেখা যায়, তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছাবেকুন্নাহার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করে।

weKí Avq hy³ nIqvq cwiev‡i myLi cÖvm cvq Qv‡ei Avnv¤§`

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের নয়াকাটা এলাকার এ রকম ১টি বাড়ির মালিক ছাবের আহাম্মদ (৬৫) তাহার ৪ ছেলে ৩ মেয়েসহ মোট পরিবারের ১০ সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। পরিবারের ৩ মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন, বড় ৩ ছেলেকে বিয়ে করান এবং পরিবারের সবার ছোট ছেলে সে দাখিল ৯ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে মেজ ছেলের সাথে ছোট ছেলেসহ একসাথে আছেন। মেজ ছেলে তার পরিবারসহ মোট ৬ সদস্য নিয়ে তার পরিবার। তিনি দীন সাগরে মাছ ধরতে যায় এবং লবণের মাঠের সময় লবণ মাঠ করে সংসার চালায়। পরিবারে একমাত্র তিনিই উৎস। পরিবারের একজনের আয়ের উপর নির্ভর করে সংসারে শিক্ষা, চিকিৎসা,খাদ্য,বস্ত্র যোগান দিতে অনেক সময় মানুষের কাছে ধার করতে হয়। কিছু সময় পরিবার প্রধান নিজে অসুস্থ হলে, বা পরিবারের অন্য কোন সদস্য অসুস্থ হলে এছাড়াও পরিবারে বড় কোন খরচ দেখা দিলে তা সামাল দিয়ে দৈনিক সংসারের খরচ বহন করতে গিয়ে প্রায় সময় সমস্যায় পড়ে যেতে হয় তার পরিবারকে। আজ থেকে প্রায় ২ বছর পূর্বে তাহার পরিবারের পাশে গিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা-ফরিদ উদ্দিন, বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে সমৃদ্ধি বাড়ি করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এবং তার দিক নির্দশনায় বর্তমানে এ বাড়িটি সমৃদ্ধি বাড়িতে রুপান্তরিত হয়েছে। তাহার জায়েদা বেগম বর্তমানে বিকল্প আয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে-তিনি বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজিচাষ,ভার্মিকম্পোস্টপ্লান্ট,বাড়িতে হাঁস/মুরগী পালন,ফলের গাছ ও ঔষুধি গাছসহ বিভিন্ন রকমের শীতকালীন সবজী চাষ করে যাচ্ছেন। পাশা পাশি স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেছে, বাড়ীর আঙ্গিনায় পুকুরে মাছ চাষ করে এবং সবজী চাষ করে জায়েদা বেগম ধীরে ধীরে বাড়ির মালিকসহ সকলে মিলে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে থাকেন। এছাড়াও ছাবের আহাম্মদ নিজে ১ বছর পূর্বে ২ গাভী নিয়েছিলেন, বর্তমানে তাহার ৪টি গাভী রয়েছে। এ কার্যক্রমে কোস্ট ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন উপকরণ নিশ্চিত করণে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত পরিবারে -শাক সবজি, মাছ বিক্রয় করে অতিরিক্ত প্রতি মাসে ২০০০/৩০০০ হাজার আয় যুক্ত হওয়ায় তাহার পরিবারে খুশির সাথে জীবন যাপন করছে।

Qwe msMÖn: †gv: w``vi"j Bmjvg- ZvwiL: 23/02/2022 Bs

পাশাপাশি নিয়মিত পুকুরের মাছের মাধ্যমে পরিবারে আমিষের অভাব পূরন হচ্ছে, এবং বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজ্বী চাষ হতে বিষমুক্তসবজি ও ফল খেয়ে তাদের চাহিদা পুরণ করছে। এছাড়াও আগামী কুরবানের ঈদের সময় ২টি গরু বিক্রি করে নতুন করে বাড়ী করার চিন্তা করছেন। সর্বশেষে তাদের পরিবার হতে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা- জনাব, ফরিদ উদ্দিনকে সহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

cÖkbv ‰Zwi‡Z hvi v Z_¨ w`‡q mnvqZv K‡i‡Qb mg"× Kg©m~wP I a‡i‡s kvLvi mKj mnKg©MY hvi v Z\_¨ w`‡q mn‡hvwMZv K‡i‡Qb, Avcbv‡`i mKj‡K ab¨ev`, Av‡iv Z_¨ cÖv‡b Avcbv‡`i Drmvn Kiv n‡"Q| Avgv‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM Kiæb mg"× wU‡gi c‡ÿ| ‡gv: w``vi"j Bmjvg, mg"×-Kg©m~wP mgš^qKvix ‡gvevBj-

01713-367442 Kg©m~wP ev¯—evqb Kvh©vjq- 1bs DËi a‡i‡s BDwbqb cwil`,3q Zjv, KzZzew`qv, K·evRvi|

didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net

COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC